নজরে শহর

দিনহাটায় গৃহশিক্ষকদের স্মারকলিপি

দিনহাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ছয় দফা দাবিতে দিনহাটার মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। এদিনের কর্মসূচিতে সমিতির রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক তথা কোচবিহার জেলা সভাপতি অমিতাভ কর, দিনহাটা মহকুমা সভাপতি নারায়ণচন্দ্র বর্মন, সম্পাদক তপন বর্মন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন তাঁরা মিছিল করে এসে মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দেন। সমিতির জেলা সভাপতি অমিতাভ কর বলেন, 'মহকুমার বিভিন্ন স্কুলে প্র্যাকটিক্যাল প্রোজেক্টের নামে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক নির্যাতন করছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেআইনিভাবে টিউশন করছেন। এসব বন্ধ করার পাশাপাশি আমাদের টিউশনের পেশাকে দ্রুত সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া ও সমস্ত স্কুলে পড়াশোনার মান উন্নত করার দাবিতে মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' তিনি আরও বলেন, 'স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। এরপরও যদি স্কুল শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা বন্ধ না করেন, তাহলে আমরা আরও বড়ো আন্দোলনে নামতে পিছপা হব না।' মহকুমাশাসক শেখ আনসার আহমেদ বলেন, 'সমস্ত স্কুলে খোঁজ নিয়ে স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আর বাকি

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

মাথাভাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়া এলাকার ওই ব্যক্তির নাম জয়ন্তকুমার দাস (২৭)। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

খুঁটিপুজো

তুফানগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ শহরের রকি ক্লাব পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো হল। বুধবার দুপুরে ওই খুঁটিপুজো হয়। এবছর ওই ক্লাবের দুর্গাপুজোর ৫৯তম বর্ষ। ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, পুজোর বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। তাদের পুজো দেখতে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাবেন বলে আশাবাদী ক্লাবের কর্মকর্তারা।

অভিযোগ মৃতের পরিবারের

খুন ধামাচাপা দিতে মৃতকে পাগল বলছে পুলিশ

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারে হোমে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। মৃত ছাত্রকে 'পাগল' সাজানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল তার পরিবার। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বুধবার মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এদিন ঘুঘুমারিতে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের বালক আবাসনে ঘটনার তদন্তে যায় পুলিশের এক প্রতিনিধিদল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, সেই ছাত্রটি আত্মহত্যা করেছে। তার পরিবার কোনো অভিযোগ তুলে থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ মৃত ছাত্রের পরিবার ও প্রতিবেশীদের। (ডানদিকে) নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনে তদন্তে পুলিশের দল। – সংবাদচিত্র

ঘুঘুমারির নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের বালক আবাসনে থাকা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মহাদেব মাহাতোকে উদ্ধার করা হয়। কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হলে সেদিনই গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ ও হোম কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আত্মহত্যার ঘটনা বললেও মৃতের পরিবার তা মানতে নারাজ। মহাদেবকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মঙ্গলবারই আন্দোলনে নামে তাঁরা। পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে বুধবার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি সেখানে একটি স্মারকলিপিও দেন।

খুনের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে মহাদেবকে 'পাগল' সাজানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তার পরিবার। মহাদেবের মা গীতা মাহাতো বলেন, 'ছেলেকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মারা যাওয়ার আগে বয়ানেও সেটা বলেছে সে। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উলটে তারা বলছে যে, আমার ছেলে নাকি পাগল। সে যদি পাগল হত, তাহলে এতদিন হোমে কীভাবে থাকল? হোম কর্তৃপক্ষ কেন আগে বিষয়টি জানাল না? ছেলের নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।'

মৃত ছাত্রের আত্মীয় সীমা বসু বলেন, 'পুলিশকে দেওয়া বয়ানে মহাদেব বলেছে যে, তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দ্রুত দোষীরা যাতে শাস্তি পায় সেজন্য পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি।'

প্রতিবেশী রাখি বসু বলেন, 'হোম কর্তৃপক্ষের উচিত এই ঘটনার সঠিক তদন্তের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তারা আমাদের সহযোগিতা করছে না।' হোমের আবাসিকদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা প্রীতিশ চন্দ বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আমরা তদন্তের জন্য সহযোগিতাও করছি।'

রেটিনা চিকিৎসা
বিখ্যাত ভিট্রিও রেটিনা সার্জেন
Dr. Rupak Roy
MS (Gold Medalist)
প্রাক্তন চিকিৎসক ও পরামর্শদাতা
শংকর নেত্রালয়, চেন্নাই এবং কোলকাতা
এখন কোচবিহারে প্রতিমাসে দুইবার(১৪ দিন অন্তর)
ভিট্রিও রেটিনার রোগগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করছেন
যোগাযোগ
ডাঃ ডি বি সরকার আই হসপিটাল
আর.আর.এন রোড, কোচবিহার
9932063507, 9593157945

পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন এপিসি রায় রোডের বাসিন্দারা

দেবদর্শন চন্দ ● কোচবিহার

১১ সেপ্টেম্বর : অনেকদিন ধরে খাগড়াবাড়ির এপিসি রায় রোডের বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণে নোংরা জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশছে। ফলে ওই এলাকায় থাকা একটিমাত্র কল থেকে নোংরা ও পোকামাকড় বের হচ্ছে। পাশাপাশি, কলটি রাস্তা থেকে নীচু হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই সেটি জলের তলায় চলে যাচ্ছে। কয়েকমাস ধরে এই সমস্যা থাকলেও পঞ্চায়েতের তরফে তা মেটানোর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি বলে এলাকাবাসী জানান। এলাকার বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ওই সমস্যা চলে আসছে। অতিরিক্ত পানীয় জল নিকাশিনালায় মেশার জন্য সেখানে একটি গর্ত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন নিকাশিনালাটি পরিষ্কার না হওয়ায় সেটির নোংরা জল উপচে কলের পাড়ে চলে আসছে। শুধু তাই নয়, কোনোভাবে নোংরা জল ওই কলের জলের সঙ্গেও মিশছে বলে তাঁদের অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে মাঝেমধ্যেই কলটি থেকে জলের সঙ্গে নোংরা, পোকামাকড় বেরোয় বলে তাঁরা অভিযোগ জানান।

নর্দমার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে কল ছবি : জয়দেব দাস

এপিসি রায় রোড এলাকায় শতাধিক পরিবারের বাস। এলাকার কিছু অংশ কোচবিহার পুরসভা ও কিছু অংশ খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পড়ে। কিন্তু ওই রাস্তায় শুধুমাত্র একটি জলের কল থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা সেখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করেন। যদিও বর্তমানে কলটি থেকে নোংরা জল বেরোতে থাকায় তাঁদের অনেকেই কেনা জলের উপর নির্ভর করেন। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌগত দে বলেন, 'পুরসভার কোনো কল না থাকায় এতদিন পঞ্চায়েতের কলের ওপরই আমাদের ভরসা করতে হত। কিন্তু প্রায় বছরখানেক ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। নোংরা জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশছে। যা খেয়ে অনেককেই পেটের রোগে ভুগতে হচ্ছে।'

এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অনুপম দে বলেন, 'বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা সমস্যাটি দেখা সত্ত্বেও এড়িয়ে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেগুলি পালন করা হচ্ছে না।' এলাকার বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য রিতা দে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা ধর বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের জলের সমস্যা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চক্ষুদানের অঙ্গীকার করবেন ১৫ জন

চাঁদকুমার বড়াল ● কোচবিহার

১১ সেপ্টেম্বর : সুন্দর এই ভুবনটি তখনই সুন্দর যখন আপনি তা নিজের চোখে দেখতে পাবেন। আর এই দৃষ্টি যাঁদের নেই, সেই সমস্ত মানুষের কাছে আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। হয়তো নিজের জীবনের থেকেও বেশি। সেই সমস্ত দৃষ্টিহীন মানুষদের জন্য এবার অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে কোচবিহারের সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়। একসঙ্গে ১৫ জন মানুষ সেখানে মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে চলেছেন। চলতি মাসের ২৭ তারিখ স্কুলপ্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানটি হবে। স্কুলের কর্মী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীরা এতে অংশ নেবেন। কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা বলেন, 'এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। প্রশংসনীয় কাজ। এই ধরনের কাজে সবাই এগিয়ে আসুক।'

কোচবিহারের সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অনীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি বলেন, 'যাঁদের দৃষ্টি নেই, তাঁদের জীবনটা যে কতটা কঠিন তা প্রতিনিয়ত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দেখছি। একটি আই ব্যাংকের খুবই প্রয়োজন। যাতে এই সমস্ত ছাত্র এবং অন্য দৃষ্টিহীন মানুষরা দেখতে পান, সেজন্য প্রচুর মানুষকে চক্ষুদান করতে এগিয়ে আসতে হবে যাতে যাঁদের দৃষ্টি নেই আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারি। এই ধরনের উদ্যোগ আমরা এই প্রথম নিচ্ছি। এই প্রথম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে একসঙ্গে এতজন মানুষ চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন।'

কোচবিহার শহর লাগোয়া নীলকুঠি বাবুরহাট এলাকায় রয়েছে সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়। বর্তমানে এখানে ২৬ জন দৃষ্টিহীন ছাত্র রয়েছে। দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাব। দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের কর্মী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, সরকারি কর্মী সহ অন্যরা চক্ষুদানের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। এই ধরনের কাজ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের তরফে মাঝেমধ্যেই করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাবের তরফে শৈবাল মিত্র বলেন, 'যাঁরা চক্ষুদানের অঙ্গীকার করবেন, তাঁদের ২৭ সেপ্টেম্বর ফর্ম ফিলআপ করা হবে ও একটি কার্ড দেওয়া হবে।'

বৃষ্টি চলছে চিন্তায় পুজো উদ্যোক্তারা

শিবশংকর সূত্রধর ● কোচবিহার

১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে হঠাৎই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর তাতেই পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। পুজোর আর বেশি দিন বাকি না থাকায় প্রায় সমস্ত পুজো কমিটি ও ক্লাব ব্যস্ত। প্রতিমা ও মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বুধবারের বৃষ্টিতে সেই কাজে সমস্যা দেখা দেয়। পুজোর আগে বৃষ্টি যেন আর বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই প্রার্থনাই করছেন তাঁরা।প্রায় প্রতিবছরই পুজোর আগে আবহাওয়া একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে অন্য আয়োজন– সবকিছুতেই ভালো আবহাওয়ার প্রয়োজন।

বৃষ্টিতে আটকে রয়েছে মন্ডপ তৈরির কাজ। – সংবাদচিত্র

কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় তা বিঘ্নিত হয়েছে। বছর দুয়েক আগেও পুজোর দিনগুলিতে কোচবিহারে বৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন মৃৎশিল্পীরা। বেশ কিছুদিন ধরে কোচবিহারের আবহাওয়া ভালো থাকলেও বুধবার দুপুরে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে বেশিরভাগ ক্লাবই তাদের প্যান্ডেল গড়ার কাজ সেই সময় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। কোচবিহারের কিশোর সংঘ ও পাঠাগারের দুর্গোৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ অভীক বর্মন বলেন, 'পুজোর আগে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খানিকটা তো চিন্তা হচ্ছেই। অনেক বড়ো মণ্ডপ গড়া হচ্ছে। সময়মতো তা সম্পন্নও করতে হবে। বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল।'

ভারত ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের তরফে দেবাশিস বসু বলেন, 'এখন অল্প বৃষ্টি হলে সমস্যা নেই। তবে এই সময় যদি অনবরত বৃষ্টি হয়, তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে। পুজোর দিনগুলিতে যাতে একটুও বৃষ্টি না হয় সেই প্রার্থনাই মা দুর্গার কাছে করছি।' যদিও অনেকেই আবার এখনকার বৃষ্টিকে মন্দের ভালো হিসেবেই দেখছেন। অনেক পুজো উদ্যোক্তার বক্তব্য, যেহেতু পুজোর বেশ কিছুদিন আগেই বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ফলে পুজোর দিনে বৃষ্টি নাও হতে পারে। আর তাহলে অবশ্যই সুবিধা হবে দর্শনার্থীদের।

বৃষ্টির ফলে মৃৎশিল্পীরাও সমস্যায় পড়ছেন। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাস্তার উপরেই মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়েন। এদিনের বৃষ্টিতে তাঁদের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে। মৃৎশিল্পী সুজিত পাল বলেন, 'প্রায় প্রতি বছরই পুজোর আগে বৃষ্টি থাকে। সেজন্য কাজেও সমস্যা হয়। আবহাওয়া ভালো হলে কাজের সুবিধা হবে।'

দিনহাটায় সার ও বীজের গোডাউনে আগুন

দিনহাটার গোসানি রোডে অগ্নিদগ্ধ গোডাউন। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি গোডাউন পুড়ে গেল। মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ দিনহাটার গোসানি রোড সংলগ্ন একটি সার ও বীজের গোডাউন পুড়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কিন্তু তাতেও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। এরপর কোচবিহার থেকে আসা আরও দুটি ইঞ্জিনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, এলাকার আশপাশে জলের কোনো উৎস না থাকার কারণেই দমকলবাহিনীকে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে।

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সার ও কৃষিবীজ ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রকুমার রাঠীর দোকান গোসানি রোডে রয়েছে। অনেকদিন ধরেই তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সুরেন্দ্রবাবু বলেন, 'দোকানে স্প্রে মেশিন, বিভিন্ন ওষুধ ও ফসলের বীজ বিক্রি করি। এত পণ্য একসঙ্গে দোকানে রাখা সম্ভব হয় না। তাই দোকানের পেছনেই একটি গোডাউন তৈরি করেছি। গোডাউনের তিনটি ঘরে সমস্ত পণ্য রাখা ছিল। ওই গোডাউনের পাশেই আমাদের থাকার ঘর। রাত ১২টা নাগাদ আমার ছোটো ছেলে শচীন ঘুমোতে যাওয়ার আগে পোড়া গন্ধ পায়। এরপর বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে দেখে আমরা ঘরের সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলি ও দমকলকে খবর দিই। কিন্তু ততক্ষণে গোডাউনে থাকা প্লাস্টিকের স্প্রে মেশিন আগুন আরও বাড়িয়ে তোলে। পরে অনেকক্ষণের চেষ্টায় দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।'

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার আশপাশে জলের উৎস না থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। দিনহাটার তিনটি ও কোচবিহারের দুটি– মোট পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গোডাউনের মালিক সুরেন্দ্রকুমার রাঠী বলেন, 'গোডাউনের তিনটি ঘরে থাকা সমস্ত পণ্য পুড়ে গিয়েছে। এমনকি, গোডাউন সংলগ্ন আমাদের বাড়ির একটি ঘরের অনেক জিনিস পুড়ে গিয়েছে। কেউ হতাহত হয়নি। তবে আমার ৩৫-৪০ লক্ষ টাকার মাল পুড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, গোডাউনটি পুড়ে গিয়েছে।'

কাউন্সিল হাউস কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভবন সংস্কারের দাবি

বর্তমানে যেখানে আদালত চত্বর রয়েছে, সেখানে একসময় ছিল কাউন্সিল হাউস। বর্তমানে কাউন্সিল হাউস না থাকলেও সেখানে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ কোর্ট সহ বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তর রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই ভবনগুলি বেহাল দশায় রয়েছে। হেরিটেজ ভবনগুলির বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

প্রাণপ্রতিম পাল ● কোচবিহার

১১ সেপ্টেম্বর : সাগরদিঘির উত্তর পাড়ে বর্তমানে যেখানে আদালত চত্বর রয়েছে, সেখানে একসময় রাজবাড়ির প্রবেশপথ ছিল। পরবর্তীকালে ওই জায়গায় ডেপুটি কমিশনার ও দেওয়ানের অফিস ছিল। ওই এলাকাকে বলা হত কাউন্সিল হাউস কমপ্লেক্স। বর্তমানে কাউন্সিল হাউস না থাকলেও সেখানে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ কোর্ট সহ বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তর রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই ভবনগুলি বেহাল দশায় রয়েছে। হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর রাজ আমলের ভবনগুলি সংস্কারের দাবি তুলেছেন কোচবিহারবাসী।

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ১৮৭৭-'৭৮ সাল নাগাদ কোচবিহার কাউন্সিল হাউস তৈরি হয়। সেই সময় এজন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। ছয়টি করিন্থিয়ান পিলার সহ সুদৃশ্য ভবনটি তৈরি করা হয়। যদিও বর্তমানে ওই ভবন ভেঙে আদালত তৈরি হয়েছে। তবে কাউন্সিল হাউস কমপ্লেক্সের বাকি ভবনে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর চলছে। পুলিশ কোর্টের সামনের দেয়ালের পলেস্তারা খসে গিয়ে কঙ্কালসার দশা বেরিয়ে এসেছে। অনেক ভবনের ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। ফলে রাজ আমলের ওই সমস্ত ভবন সংস্কার করা দরকার বলে শহরবাসীর অনেকেই মনে করছেন।

কোচবিহারের ইতিহাস অনুযায়ী, কাউন্সিল হাউসের ডান ও বাঁদিকে রাজকীয় ছাপাখানা, মহাফেজখানা প্রভৃতি ছিল। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে কাউন্সিল হাউস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯০৩ সালে কাউন্সিল হাউসের দোতলায় সিভিল অ্যান্ড সেশন জজ ও নীচের তলায় রেজিস্ট্রি অফিস ছিল। ১৯৭৪ সালের ২৭ অগাস্ট কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের শিক্ষক শংকর চক্রবর্তীকে সিআরপিএফ গুলি করে মেরে ফেললে কোচবিহার উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেসময় কোচবিহার আদালতে ওই রাজ আমলের ভবনে কয়েকজন আগুন লাগিয়ে দেয়।

কোচবিহারের বাসিন্দা সুমন বর্মন বলেন, 'জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ কোর্টের বেহাল দশা। জলকাদায় গোটা চত্বরটি বেহাল হয়ে পড়ে। রাজ আমলের ভবনগুলি দ্রুত সংস্কার করা দরকার।' কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'রাজ আমলের কাউন্সিল হাউস এখন আর নেই। তবে কাউন্সিল হাউস কমপ্লেক্সের অনেক ভবনের এখন বেহাল দশা। নিয়ম মেনে ওই সমস্ত ভবন সংস্কার করা দরকার।' ইতিহাসবিদ ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল বলেন, 'সাগরদিঘির উত্তর পাড়ে রাজ আমলের বেশ কিছু ভবন রয়েছে। ওই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী ভবন হেরিটেজের নিয়ম মেনে সংস্কার করা উচিত।' *(সংবাদচিত্র)*

ভাঙচুরের অভিযোগ

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারের সুভাষপল্লি এলাকায় বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বেশকিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে বুধবার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, সুভাষপল্লিতে একটি জমি নিয়ে অনেকদিন ধরে মামলা চলছে। সেই জমিতেই বাস করেন সরজিৎ বণিক। তাঁর অভিযোগ, মামলা তুলে নেওয়ার জন্য বুধবার তাঁর বাড়িতে বেশ কিছু ব্যক্তি হামলা চালায়। তিনি বলেন, 'আমারই এক আত্মীয়ের নেতৃত্বে এদিন বেশ কিছু ব্যক্তি বাড়ি ভাঙচুর করে। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নানারকম হুমকি দেয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'